বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি গঠনের পটভূমি

মোঃ মইনুল হক বার ভূইয়া

প্রজাতন্ত্রের সরকারী কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের আশা আজ বাস্তব রূপ লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি। স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তবে কি এতদিন তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের কোন সংগঠন ছিল না? অবশ্যই ছিল এবং এখনও আছে। আছে বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন দপ্তরে, প্রতিষ্ঠানে। নেই একক কোন জাতীয় ভিত্তি। যেমন আছে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের একক সংগঠন বাংলাদশে চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত জনবল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাপ্রাপ্ত জনবল কর্মকর্তা শ্রেণীতে পড়েন। আর সাধারণ নন-গেজেটেড পর্যায়ের জনবল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভূক্ত কর্মচারী। এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এদের মাঝেই বৈষম্য ও বঞ্চনা সবচেয়ে বেশী। অন্যায় বৈষম্য ও বঞ্চনার হাত থেকে নিষ্কৃতির আশায় এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা সম্পৃক্ত হয়েছে সমন্বয় পরিষদ ও সংহতি পরিষদের সাথে। এমনকি এই দুইটি বিবদমান কর্মচারী মোর্চাকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেছিল লিয়াজোঁ কমিটি। কিন্তু একদিকে সচিবালয়ের কর্মচারীদের স্বার্থপরতা ও অপরদিকে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নেতাদের নির্লিপ্ততার প্রেক্ষিতে সম্মিলিত আন্দোলনের মূল ফসল চলে যায় সচিবালয়ের ঘরে। সচিবালয়ের বাইরের কর্মচারীরা বরাবরের মত হল বঞ্চিত। এই ঘটনা সচিবালয় বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদেরকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। হতাশা আর ক্ষোভে তারা কর্মচারী নেতৃত্বের প্রতি হারিয়ে ফেলে আস্থা। তারা উপলব্ধি করতে থাকতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের উদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। এই উপলব্ধি ক্রমশঃ দানা বেঁধে ভিত্তি তৈরী করে তৃতীয় শ্রেণীর সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন সৃষ্টির। তাগিদ আসতে থাকে বিভিন্ন স্থান থেকে। চলতে থাকে আলোচনা।

একদিকে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বৈষম্যজনিত ক্ষোভ এবং অপরদিকে মহার্ঘভাতার দাবী জাতীয় বাজেট পেশের পূর্বেই জোরালো সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে সরকারের কাছে তুলে ধরায় বিষয়টি অজ্ঞাত কারণে বৃহৎ কর্মচারী মোর্চা বিশেষ করে সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ বেমালুম চেপে যায়। সমন্বয় পরিষদকে না জানিয়ে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি একাই ছোটখাট কর্মসূচী ঘোষণা করে। সমন্বয়ভূক্ত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী নেতৃবৃন্দ বেকায়দায় পড়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের মত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের একক কোন জাতীয় সংগঠন না থাকায় কার্যকর কিছু করাও দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তখন আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই সঙ্কটজনক ও প্রয়োজনীয় মুহূর্তটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নেতৃবৃন্দকে জরুরী আলোচনায় বাধ্য করে। সম্পৃক্ত হয় সমন্বয় পরিষদ বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ। আর কালক্ষেপ না করে তারা গত ৩১-৫-২০০০ তারিখে ঢাকার শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরীর সেমিনার কক্ষে মিলিত হয় মতবিনিময় সভায়। গঠিত হয় একটি এড হক কমিটি। যাত্রা শুরু করে প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের একক সংগঠন 'বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি'। এই হচ্ছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতির আবির্ভাব লগ্নের পটভূমি।

যেহেতু বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ শিক্ষিত, সেহেতু তাঁরা উক্ত সমিতিকে একটি সাংবিধানিক রূপ দেবার জন্য মনস্থ করেন। যাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সুশৃংখলভাবে এই সমিতি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমাদের সমস্যার সমাধান ও আশা পূরণে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা আর অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে চাই না। সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে যারা এতদিন নিজের আখের গুছিয়েছেন, প্রতারিত করেছেন সাধারণ কর্মচারীদেরকে, তারা আজ দিশাহারা। তাঁদের অসাংগঠনিক কর্মকান্ড ও অপতৎপরতায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা যেন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়, সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। উন্মোচিত করতে হবে চক্রান্তকারীদের মুখোশ। আমরা সব কিছুকেই মোকাবিলা করবো সাংগঠনিকভাবে। এখন আমাদের নিজস্ব সংগঠন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতিকে সুশৃংখলাভাবে গঠন ও সারা দেশে বিস্তৃত করার পালা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের প্রথম জাতীয় কনভেনশন।

এই কনভেনশন আমাদের দিচ্ছে একটি সাংবিধানিক ভিত্তি, প্রকাশ করছে আমাদের সমস্যা, স্থির করে দিচ্ছে লক্ষ্য। এই কনভেনশন কর্মচারী অঙ্গনে সূচনা করবে একটি নতুন অধ্যায়।

(সমিতির প্রথম জাতীয় কনভেনশন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার জন্য লিখিত। গুরুত্ব বিবেচনায় সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য লেখাটি পুন:প্রকাশ করা হ'ল।)